দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 07 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ৩ কলাম ... 2 ......

জয়পুরহাটের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ শতাধিক শিক্ষকের পদ শূন্য

■ জয়পুরহাট প্রতিনিধি

জয়পুরহাটে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের ৩শ' ৬৩টি পদ শূন্য রয়েছে। এতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এর মধ্যে কালাই উপজেলার এক প্রধান শিক্ষক তিন বছর ধরে ডেপুটেশনে থাকায় দেখা দিয়েছে নানা ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, জেলায় পাঁচ উপজেলা মিলে ৩শ' ৫১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৮৯টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই এবং সহকারী শিক্ষকের ২শ' ৭৪টি পদ শূন্য রয়েছে। এতে করে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় পাঠদান কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রধান শিক্ষকের পদটিকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করার ফলে পদোন্নতি দেয়া সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে এ ব্যাপারে নীতিমালা তৈরির কাজ চলছে বলে জানা গেছে। অপরদিকে কালাই উপজেলার সোনাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০১০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন সাম্মী আকতার। এরপর ২০১৩ সালের ১৮ জুলাই ডেপুটেশন নিয়ে যান চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানার ওমরগনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিগত তিন বছর ধরে বেতন-ভাতা জয়পুরহাট থেকে গ্রহণ করলেও চাকরি করছেন চট্টগ্রামে। কবে শেষ হবে ডেপুটেশনের মেয়াদ তাও কেউ বলতে পারছেন না। প্রধান শিক্ষকের পদটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রশাসনিক পদ। সে কারণে সোনাপাড়ার ওই বিদ্যালয়ে দেখা দিয়েছে নানা জটিলতা। সোনাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ জন শিক্ষকের বিপরীতে রয়েছেন ৪ জন। তার মধ্যে আঁখি খাতুন নামে এক শিক্ষিকা রয়েছেন ডিপিএড প্রশিক্ষণে। বাকি ৩ জনের একজন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্বে থাকায় প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় সারাক্ষণ। ফলে বিদ্যালয়ে বর্তমানে থাকা ২শ' ৭৩ জন কোমলমতী শিশুর শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়েছে।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মর্তুজা মাহমুদুল জানান, শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে কাজ করছি। ছুটি নিতে পারছি না।